দৈনিক বাংলা 20

তারিখ ... 10 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সমস্যার আবর্তে ৬টি বিদ্যালয়

নড়াইল, রংপুর ও নেত্রকোনা জেলার ৬টি প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষা উপকরণের অভাব ও দুর্নীতিসহ নানাবিধ সমস্যায় শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে।

নড়াইল

সংবাদদাতা নড়াইল থেকে জানান, ঠিকাদার কর্তৃক আসবাবপত্র সরবরাহে অহেতুক বিলম্ব করায় ৩টি বিদ্যালয়ের শিশু শিক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ফ্যাসিলিটিজ বিভাগ নড়াইল সদর থানার ৩টি বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত নেয়। এ জন্য "সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পাধীন আসবাবপত্র সরবরাহ" কার্যক্রমের আওতায় এসব বিদ্যালয়ে মোট ২৪০টি হাইবেঞ্চ এবং সমানসংখ্যক লো-বেঞ্চ বরাদ্দ করা হয়। বিদ্যালয়গুলি হল ভওয়াখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, উজিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মির্জাপুর-কার্তিকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বার বার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার মামুন এন্ড কোং উক্ত বিদ্যালয়গুলিতে কোন আসবাবপত্র সরবরাহ করেনি। ফলে ৩টি বিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর পড়ালেখা ব্যাহত হচ্ছে।

রংপুর

নিজস্ব সংবাদদাতা রংপুর থেকে জানান, উলিপুর থানার কবপুরা করিমিয়া বালিকা দাখিল মাদ্রাসায় ভুয়া সুপা-রিন্টেনডেন্ট দেখিয়ে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

প্রকাশ, উক্ত মাদ্রাসার সুপারি-ন্টেনডেন্ট হিসাবে আবুল খায়ের মোঃ আবদুর রাজ্জাক নামে এক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত দেখিয়ে প্রতি মাসে ভুয়া বিল বানিয়ে টাকা আত্মসাৎ করা হয়। অথচ উক্ত ব্যক্তি ১৯৮৪ সাল থেকে ৮৭ সাল পর্যন্ত রৌমারী বাপুরচর দাখিল মাদ্রাসায় সহকারী শিক্ষক পদে, এবং জুলাই '৮৭ থেকে এ পর্যন্ত লালমনিরহাটের শেখ ফজলুল করিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে হেড মওলানা পদে চাকরি করে আসছেন।

নেত্রকোনা

নিজস্ব সংবাদদাতা নেত্রকোনা থেকে জানান, নেত্রকোনার ভাটি অঞ্চলের মেয়েদের একমাত্র বিদ্যাপিঠ—মোহন-গঞ্জ পাইলট উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়টি দীর্ঘ ৪২ বছরেও সরকারীকরণ হয়নি।

ভাটি অঞ্চলের সিংহদ্বার—মোহন-গঞ্জ শহরের পূর্ব পাশে প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে ১৯৫২ সনে মেয়েদের জন্য এ বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। বর্তমানে বিদ্যা-লয়টিতে ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ছয়শ। শিক্ষক তেরোজন। ছাত্রী সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা কম। ফলে ছাত্রীর লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে।